দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 SEP 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

049

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গঃ নারী শিক্ষা

সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে— বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত এই প্রবাদে যে নারীর কথা বলা হয়েছে তাকে হতে হবে নানা গুণের অধিকারিনী এবং সে সব গুণের বিকাশ ঘটতে পারে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষা মানুষকে যথার্থ মানুষ করে তোলে। শিক্ষার সহায়তায় মানুষ এগিয়ে যায় সুন্দর জীবনের দিকে। তাই পুরুষের শিক্ষার যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে তেমনি নারী জাতির শিক্ষার গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। বরং পুরুষের পাশাপাশি নারী জাতি যদি উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে তবে এই সমস্যা সংকুল পৃথিবীর জীবনের জটিলতা অনেকাংশে কমে আসবে। ফলে পৃথিবী মনুষ্যবাসের উপযোগী হয়ে উঠবে। শিক্ষার এই গুরুত্ব বিবেচনা করে নরনারী উভয়ের জন্যে জ্ঞানার্জনকে অত্যাবশ্যক বলে ঘোষণা করেছেন আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)। অথচ আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নরনারী উভয়ের বেলায় শিক্ষার গুরুত্ব সমানভাবে দেখা হয়নি, পুরুষ শাসিত সমাজ পুরুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ ও উদার মানসিকতা যতটুকু আছে নারী জাতির জন্য ততটুকু নেই। ফলে একই পরিবারে পুরুষদের শিক্ষার অগ্রগতির নমুনা থাকলেও নারীর জন্য তেমন সুযোগ করে দেয়া হয়নি। পরিনামে আমাদের সমাজ এগিয়ে যেতে পারেনি, জাতির উন্নতি সাধিত হয়নি এবং অনগ্রসরতার অভিশাপ আমাদের জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করে রেখেছে। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজকের বিশ্বে ভিন্ন মতের কোনো অবকাশ নেই। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী। জাতীয় জীবনে পুরুষের মত নারীর ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ, শিক্ষার অভাবে সে ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হয় না। জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে নারী জাতিকে অবশ্যই শিক্ষার আলো লাভ করতে হবে। নারীর ভূমিকা প্রধানতঃ জননীর। আগামী দিনের নাগরিক আজকের শিশুরা মায়ের কোলে প্রতিপালিত হয়, ছেলেমেয়ের লালন পালনের দায়িত্ব মায়েরা বহন করে। শিশুর প্রাথমিক লেখাপড়ার দায়িত্ব অর্পিত হয় মায়ের উপর। ছেলেমেয়েদের আচার ব্যবহার, চালচলন, নীতি শিক্ষা ইত্যাদির উৎস হচ্ছে তার মা, মায়ের হাতে এসব দিকে যে শিক্ষা লাভ হয়ে থাকে তা তার আগামী দিনের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, মা যদি উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত না হন তা হলে সন্তানের জীবন গঠনে তিনি তাঁর ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারেন না।

নিরক্ষর মায়ের হাতে শিশুর ভবিষ্যৎ আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মায়ের নিজের পক্ষে ভালমন্দ বোঝার সুযোগ নেই। সন্তানের জীবন গঠনের জন্য মাকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। শিশুকে মানুষ করার জ্ঞান ও কৌশল তাঁর জানা থাকা দরকার, অশিক্ষিত মায়ের কাছে তা কখনো পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। পারিবারিক জীবনের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে নারী জাতি। পরিবারের সুখ-শান্তির চাবি-কাঠি থাকে নারীর হাতে। তিনি তাঁর জ্ঞান বুদ্ধিমত্তার সহযোগে পারিবারিক দায়িত্ব যথাযথভাবে শিক্ষিত হলে পালন করতে পারেন। শিক্ষার আলোয় তিনি তাঁর নিজের জীবন আলোকিত করে তুলে এবং অপরের জীবনকেও করে দেন শান্তিপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থায়ও নারীর ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক যদি শিক্ষার অভাবে কর্মহীন হয়ে থাকে তবে জাতীয় উন্নতির আশা থাকে না, বরং অশিক্ষার জন্য নারীজাতি তখন জাতীয় জীবনে বোঝা হয়ে থাকে, অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপূর্ণ জীবনে নারীরা কাজে কর্মে জড়িত হয়ে সহায়তা করতে পারে।

জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য নারী জাতির শিক্ষার গুরুত্ব যুগে যুগে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। অবশ্য নারীর শিক্ষা হতে হবে তার দায়িত্ব, স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নারীকে পুরুষ ভেবে সব ক্ষেত্রে উভয়ের একক শিক্ষা কাম্য নয়। নারীকে গৃহাঙ্গনে সুখশান্তি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয় শিক্ষা নারী জাতির জন্য নির্ধারিত থাকবে, তবে সে শিক্ষাই হবে নারীর জন্য শ্রেষ্ট, যে শিক্ষায় নিজের উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে নিজ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় পরিপূরক। উভয়ের জন্য আছে পৃথক কর্মক্ষেত্র, দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা অপরিহার্য। এজন্য আজ যথার্থ নারী শিক্ষার প্রচলন ও বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

—কাজী মোঃমঈনুদ্দীন মহিম